بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুভূতি, উপদেশাবলী এবং জীবনাদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ই আগষ্ট, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবাগুলোতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষামালা ও আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছিল। কৃতজ্ঞতার এই উচ্চ মানকে তাঁর অনুগত দাস ও যুগের ইমাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে অনুধাবন করেছেন এবং ব্যক্তিগত আমলের মাধ্যমে বাড়ির শিশুদের কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি আজ উপস্থাপন করব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মানুষ যখন কোনো উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হয়, তখন সে অহংকারী হয়ে ওঠে; অথচ এ সময়ে সে অনেক সৎকাজ করতে পারতো এবং মানবজাতির উপকার সাধন করতে পারতো। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, **লাইন্ শাকারতুম লাআযীদান্নাকুম** অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি আমার অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। অর্থাৎ, মানুষের ওপর যখন আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, তখন তার উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা। কিন্তু কেউ যদি তা না করে বরং অন্যায় অত্যাচার শুরু করে, তাহলে আল্লাহ্তা'লা তার কাছ থেকে সেই নিয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং তার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেছেন, প্রশান্তি দিয়েছেন এবং ধর্মপ্রচারের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হলো, আমরা যদি আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, তবে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের হিসাব রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, যিনি তাদেরকে এমন এক ধর্ম দান করেছেন যা জ্ঞান ও আমল উভয় দিক থেকেই সব ধরনের

বিশৃঙ্খলা, অপছন্দনীয় বিষয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত। মানুষ যদি গভীরভাবে প্রণিধান করে তাহলে সে বুঝতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। অন্য কোনো মানুষ বা সৃষ্টি প্রকৃত অর্থে প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য নয়।

ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা এতে আশ্চর্য হয়ো না যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রয়োজনের সময় এবং ঘোর অমানিশার যুগে এক ঐশী আলো অবতীর্ণ করেছেন এবং সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জ্যোতির প্রচার ও মুসলমানদের সাহায্যার্থে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশোধনের উদ্দেশ্যে এক বান্দাকে ধরাপৃষ্ঠে পাঠিয়েছেন। ইসলামের অভিভাবক আল্লাহ্! যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষা সুরক্ষিত রাখবেন এবং একে অকেজো, দ্যুতিহীন ও মলিন হতে দেবেন না, তিনি যদি এরূপ অমানিশা দেখে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অরাজকতা লক্ষ্য করে চুপ থাকতেন এবং নিজের পবিত্র বাণীতে জোরালোভাবে ব্যক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ না করতেন, তাহলে আশ্চর্য হতে হতো! আমি আবারও বলছি, যদি আশ্চর্যের কোনো বিষয় থাকতো, তাহলে তা হতো পবিত্র রসূল (সা.)-এর সেই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্‌তা'লা প্রতি শতাব্দীর শুরুতে এমন এক বান্দাকে পাঠাতে থাকবেন যিনি তাঁর ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন...। তোমরা যদি ঈমানদার হও তাহলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়ো, কারণ যে যুগের প্রতীক্ষায় আমাদের পূর্বপুরুষ ও অসংখ্য আত্মা আকুল হয়ে পরপারে চলে গেছেন; তোমরা সেই যুগ পেয়েছো। এখন এর মূল্যায়ন করা বা না করা এবং এথেকে উপকৃত হওয়া বা না হওয়া তোমাদের নিজেদের হাতে।

হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমানে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনে নেওয়া এবং নিজেদেরকে ঐক্যের সুতোয় গ্রথিত করা, যাতে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মিঞাঁ আব্দুল হক সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, কীভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাকে হাতে ধরে উদাসীনতা থেকে উদ্ধার করে সত্য গ্রহণের সামর্থ্য দিয়েছেন। হযরত মিঞাঁ আব্দুল হক সাহেব (রা.) কসুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থী অবস্থায় খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু লেখা ও আল-হাকাম পাঠ করে তিনি তাঁর সমীপে চিঠি লেখেন যে, তিনি ইসলামের সত্যতা ব্যবহারিক রূপে দেখতে চান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বলেন, অন্তত দুই মাসের জন্য কাদিয়ানে এসে অবস্থান করুন। তদনুসারে তিনি আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাকে অনেকেই বাধা দেয় এবং উপদেশ দেয় যে, কাদিয়ান যেয়ো না। কিন্তু এসব কিছুর ওপর আল্লাহ্‌র কৃপা প্রাধান্য লাভ করে এবং তাকে টেনে কাদিয়ানে নিয়ে আসে। এভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা অনুধাবন করে তাঁর হাতে বয়আত করতে সমর্থ্য হন।

আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের নিষ্ঠা ও ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি একথার বহিঃপ্রকাশ এবং এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুকম্পা আমাকে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেনি। আমার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তে যোগদানকারীরা ভালোবাসা ও নিষ্ঠার রঙে আশ্চর্যজনকভাবে রঙিন। আমি নিজের পরিশ্রমে নয়, বরং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় এরূপ নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আত্মাগুলো বা ব্যক্তিবর্গ আমাকে দান করেছেন...। সর্বপ্রথম আমি আমার এক আধ্যাত্মিক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করার বিষয়ে হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব করছি, যার নাম তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ নূরের ন্যায় **'নূর উদ্দীন'**। তার কোনো কোনো ধর্মীয় সেবা– যা

তিনি স্বীয় হালাল সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার জন্য করে যাচ্ছেন– আমি সর্বদা আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখি, হায়! এমন সেবা যদি আমার দ্বারাও সাধিত হতো।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের সেবায় এত কিছু করা সত্ত্বেও বলছেন, হযরত মওলানা নূর উদ্দীন সাহেবের কুরবানীগুলো দেখে আমার চরম আক্ষেপ হয়, হায়! আমিও যদি এত বেশি আর্থিক সেবা করতে পারতাম।

তিনি (আ.) আরও বলেন: হে রাব্বুল আলামীন! তোমার অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া আমি আদায় করতে পারি না। তুমি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম দাতা এবং আমার ওপর তোমার অসীম অনুগ্রহ রয়েছে। আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও যেন আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। আমার অন্তরে তোমার বিশেষ ভালোবাসা ঢেলে দাও যেন আমি জীবন লাভ করতে পারি, আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখো এবং আমার দ্বারা এমন আমল করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তোমার মহান সত্তার ওসিলায় আমি তোমার গজব আমার ওপর নাজিল হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দয়া করো এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বালা-মুসিবত থেকে আমাকে রক্ষা করো; কেননা সমস্ত ফজল ও করম তোমারই হাতে। আমীন সুম্মা আমীন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন, এই স্থানে আমি এই শুকরিয়া আদায় না করে থাকতে পারছি না যে-যেভাবে খোদা তা'লা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে নিজের ওহীর মাধ্যমে কাফেরদেরকে নিরুত্তর ও দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এরশাদ করেছেন যে, 'আমার এই নবী এমন উচ্চমানের উত্তম চরিত্র ও সচ্চরিত্রের অধিকারী যে, তাঁর বিগত ৪০ বছরের জীবনে কোনো ত্রুটি বা খুঁত বের করার শক্তি তোমাদের নেই; যদিও তিনি ৪০ বছর ধরে দিন-রাত তোমাদের মাঝেই অবস্থান করেছেন। আর না তোমাদের এই শক্তি আছে যে, তাঁর উচ্চ বংশে-যা উচ্চ মর্যাদা, পবিত্রতা, নেতৃত্ব ও সম্ভ্রান্ততার বংশ-বিন্দু পরিমাণ কোনো দোষারোপ করতে পারো। এখন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি এমন উচ্চ, পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর ৪০ বছরের জীবন যা তোমাদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছে তা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিথ্যা আরোপ ও মিথ্যাচার তাঁর কাজ নয়; তবে এই সমস্ত গুণের সাথে সাথে যখন তিনি আসমানী নিদর্শন দেখাচ্ছেন, খোদা তা'লার সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর সাথে রয়েছে এবং তিনি এমন শিক্ষা এনেছেন যার বিপরীতে তোমাদের আকীদাসমূহ সম্পূর্ণরূপে নোংরা, অপবিত্র ও শিরকে পরিপূর্ণ-তবে এরপর এই নবী (সা.)-এর সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কী সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে?' ঠিক একইভাবে খোদা তা'লা আমার বিরোধী ও অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করেছেন। 'বারাহীনে আহমদীয়া'-র ৫১২ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই ইলহামটি বর্ণিত রয়েছে, যা প্রকাশের পর ২০ বছর পার হয়ে গেছে; আর তা হলো: **ওয়ালাক্বাদ লাবিসতু ফীকুম উমুরাম্ মিন ক্বাবলিহী, অফালা তা'ক্বিলূন** অর্থাৎ এই বিরোধীদেরকে বলে দাও যে, আমি ৪০ বছর ধরে তোমাদের মাঝেই অবস্থান করেছি এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা আমাকে দেখতে পেয়েছ যে, মিথ্যাচার ও অপবাদ দেওয়া আমার কাজ নয় এবং খোদা আমাকে অপবিত্র জীবন থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের বাড়িতে শিশুদের মধ্যেও কৃতজ্ঞতাবোধের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি বাড়ির শিশুদের একটি গল্প শোনান। এক টেকো লোক এবং এক অন্ধ লোক ছিল। আল্লাহ্ তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠান। ফিরিশ্তা টেকো লোককে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী চাও? সে বলে, আমার মাথায় চুল হোক এবং আমি যেন ধন-সম্পদ লাভ করি। ফিরিশ্তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার চুল গজায় এবং সে ধন-সম্পদ পায়। এরপর ফিরিশ্তা অন্ধের কাছে আসেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী চাও? সে বলে, আমার চোখ যেন ভালো হয়ে যায় এবং আমি ধন-সম্পদ লাভ করি। ফিরিশ্তা তার চোখে হাত বুলালে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং সেও ধন-সম্পদ লাভ করে। কিছুদিন পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরীক্ষা করার জন্য ফিরিশ্তাকে পুনরায় এক

ভিখারীর বেশে পাঠান। তিনি গিয়ে টেকো লোকটির কাছে সাহায্য চান। সে অত্যন্ত কর্কশভাবে জবাব দেয় এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ফিরিশ্‌তা তার মাথায় হাত বুলালে সে পুনরায় টেকো হয়ে যায় এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশ্বেস হয়ে যায়। এরপর তিনি অন্ধ লোকটির কাছে এসে সাহায্য চান। অন্ধ লোকটি বলে, আমার সবকিছু আল্লাহ্‌তা'লাই দিয়েছেন এবং এটি তাঁরই সম্পদ, তুমি যা ইচ্ছা নিয়ে নাও। তখন আল্লাহ্‌ তাকে আরও ধন-সম্পদ দান করেন। কাজেই, প্রিয় সন্তানেরা! তোমরাও মনে রাখবে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, এর মূল্যায়ন করো এবং সাহায্যপ্রার্থীকে তাড়িয়ে দিয়ো না। দান-সদকা করা উত্তম কাজ এবং অভাবীকে সাহায্য করা উচিত; এতে আল্লাহ্‌ খুশি হন এবং নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেন।

তারপর এক জায়গায় হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন: হযরত হাকীম মৌলভী সাহেব আল্লাহ তা'লার নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম এক নিয়ামত। তাঁর মাধ্যমে বহু গরীব মানুষের চিকিৎসা হয়ে থাকে। চিকিৎসা তো অন্যদের হচ্ছিল, কিন্তু শুকরিয়া আদায় করছিলেন তিনি (আ.)-যেহেতু তিনি মানবসেবা করছিলেন এবং মানুষের উপকার সাধিত হচ্ছিল।

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) সাম্প্রতিক ছয়জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। আইভোরি কোস্টের মুবাল্লিগ হাফেয শেহবাজ আহমদ সাহেব, বুরকিনা ফাসোর ইলিঙ্গানা মোমেনী সাহেব, তৃতীয় মালীর জনাব ইয়াহিয়া সুমারে সাহেব, রাবওয়ার জনাব সীরাজুল হক কুরাইশী সাহেব, নাইজেরিয়ার মুয়াল্লিম লাওয়াল তাইয়্যেব সাহেব এবং কানাডার মুকাররম মাস্টার গফুর আহমদ সাহেব। হুযূর আনোয়ার মরহুমদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন আর জুমুআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
14 *August 2026*
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in